ANANDABAZAR PATRIKA

MARCH 3, 1988

# দক্ষিণী উৎসবে চার তরুণী

দক্ষিণ ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যকলা, বিশেষত ভরতনাট্যমের প্রশিক্ষণে বিগত দুই দশক ধরে কলকাতা শহরে যে জোয়ার দেখা যায়, তার মধ্যে ক'জন তরুণী শিল্পী নিজস্ব স্থান করে নিয়েছেন ? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়তো এখনও দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এঁদের মধ্যে ভরতনাট্যমে সুচিত্রা মিত্র ও অমিতা মল্লিক, কুচুপুড়িতে নীরজা পাল এবং মোহিনী আট্টমে প্রিয়দর্শিনী ঘোষ ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন, কলকাতার নৃত্যামোদীদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক, অমনোযোগী প্রশংসাবাক্যের চেয়ে বেশি কিছু তাঁরা দাবি করতে পারেন।

সম্প্রতি এই চার শিল্পী দুদিনব্যাপী 'দাক্ষিণাত্যে উৎসবে' যোগদান করেন কলকাতায়। জ্ঞান মঞ্চে আয়োজিত এই নৃত্যোৎসবের সূচনা করেন সুচিত্রা মিত্র। কলা মণ্ডলম তাঙ্কমণিকুট্টির এই সুযোগ্য শিষ্যা মাদ্রাজের কলাক্ষেত্রমে চার বছরব্যাপী প্রশিক্ষণে তাঁর নৃত্যশিল্পকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করেছেন। সুচিত্রার ভর্নাম (স্বামী নী মনম ইরঙ্গি অরুল) স্বতস্ফূর্ত ভাব স্ফূরণের সঙ্গে এই পরিমার্জনার সাবলীল মিলনের পরিচায়ক। অঙ্গ সঞ্চালনের মনোহারিতা ও পদপ্রকরণের চারুতার সঙ্গে ব্যঞ্জনাময় অভিনয়ের মিলন পুনরায় পরিলক্ষিত হল স্বাতী তিরুনাল কীর্তন এবং 'আনন্দ নটনম আটিনার' পদমের নৃত্য প্রদর্শনে। সুচিত্রার উঁচু মানের নৃত্যের অব্যবহিত পরে বলেই হয়তো নীরজা পালের কুচুপুড়ি কিছু পরিমাণে নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল। যদিও তাঁর 'মণ্ডুক শব্দ'মে ভরতনাট্যমের অঙ্ক সহোদরা কুচুপুড়ির নিজস্বতা ফুটে উঠেছিল সম্যকভাবে।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অনুষ্ঠানে ছিল প্রিয়দর্শিনীর মোহিনী আট্টম। কেরলের এই নৃত্যশৈলীর স্থায়ী ভাব লাস্য। প্রিয়দর্শিনীর 'পান্তটি' ও 'পাম্মাগেশা শয়না' পদমে মোহিনী আট্টমের এই মূল আবেদন প্রস্ফুটিত হয়েছিল অঙ্গভঙ্গির কমনীয়তা এবং হস্ত ও পদ সঞ্চালনের লয়ের উচ্চাবচতার মাধ্যমে। পরবর্তী ভরতনাট্যম শিল্পী অমিতার আবাহনী পদ 'রাগম-তানম-পল্লবী'-তে মনে হল ভক্তি ভাবকে ছাপিয়ে গেছিল উচ্ছ্বাস। ঐতিহ্যমণ্ডিত 'আলারিপু' পরিবর্তে এই অভিনব নৃত্যরচনার ঔচিত্য নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু অমিতার অষ্টপদী—যাহি মাধব, যাহি কেশব এবং নটনাম আড়িনার পদম বিশুদ্ধ নৃত্যাংশের পটুতা এবং এক নিজস্ব, সাবলীল অভিনয় প্রকরণে ছিল সমৃদ্ধ। নৃত্যের এই উচ্চমান অমিতা অক্ষুন্ন রাখল ভার্নমেন্ত।